251

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 APR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে একটি জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এই জরিপ পরিচালিত হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এএইচ এম আমিনুর রহমানের উদ্যোগে। আমরা উচ্চশিক্ষা স্তরে এই জরিপের ফলাফল জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করব। পাঠকরাও এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত জানাতে পারেন।

এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত বক্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও হলের ১০০ জন ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন অনুষদের ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ৫০ জন অভিভাবকের কাছ থেকে সংগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান প্রবন্ধে সন্ত্রাস, সেশনজট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতার বিষয়ে প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়াও কিছু বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নমুনা মতামত জরিপের মাধ্যমে উল্লিখিত বিষয়ে তথ্যভিত্তিক একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়া। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে আমাদের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুপারিশ করা এবং

ড. এ এইচ এম আমিনুর রহমান

সুপারিশগুলো বাছাই ও যাচাই করার পর জনমত গঠনের মাধ্যমে দৃঢ়তার সাথে তা কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অভিভাবকের সংখ্যার তুলনায় আমাদের বাছাইকৃত উত্তরদাতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বিভিন্ন ফোরামে যাঁরা বক্তব্য রাখেন, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন তাঁদের কাছ থেকে জবাব সংগ্রহ করার দিকেই আমরা প্রধানত লক্ষ্য রেখেছি। আমরা সবার কাছে একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি। কোন কোন উত্তরদাতা সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্নমালার জবাব লিখে দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা বলেছেন আর আমাদের তথ্য সংগ্রাহকগণ সেগুলো লিখে এনেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সম্ভাব্য উত্তর বলা হয়নি। অল্পসংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য প্রশ্ন সম্ভাব্য জবাবের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন শিরোনামে এবার ফলাফলের জরিপ তুলে ধরা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার উদ্দেশ্য

আমাদের উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যেসব জবাব পেয়েছি সেগুলোকে তাঁদের আরোপিত গুরুত্ব অনুযায়ী নিম্নোক্ত দশ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা (১৯.২%); ২. জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ (১৭.২%) ;৩. চাকরি লাভের আশায় (১৪.৪%); ৪. বিয়ের বাজারে মর্যাদা বৃদ্ধি (১৩.২%); ৫. জ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন (১১.২%); ৬. সামাজিক মর্যাদা লাভ (১০.৪%); ৭. উচ্চ মানসিকতা অর্জন (০৮.০%); ৮. ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ (০৩.২%); ৯. রুচিশীল আচার-আচরণ শেখা (০২.০%); এবং ১০. ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের জন্য ট্রেনিং লাভ করা (০১.২%)।

উপযুক্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের একটি বিরাট অংশ (৫৭.৬%) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের মহান উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (একত্রিত করে দেখুন ১,২, ৫, ৭ ও ৯)। আসলে কোন বিশ্ববিদ্যালয় তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে কি-না তা পরিমাপ করা যায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বের দ্বারা এবং দেশে ও বিদেশে তাদের গবেষণা কাজের স্বীকৃতির দ্বারা। বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবেই নয়, উচ্চশিক্ষার সর্বপ্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানটি সকল আন্দোলন এবং সঙ্কটের সময়ে অনুপ্রেরণা এবং নেতৃত্বের উৎস হিসাবে গণ্য হয়েছে। তাই একদিকে সরকার যেমন চেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হাতের মুঠোয় রাখতে অপরদিকে সরকারবিরোধীরাও চেয়েছে দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করতে। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের মনে অনেক ধারণাই নিজেদের স্বার্থে অনুপ্রবিষ্ট করেছেন। যেমন ঃ শিক্ষার দাবি মানুষের জন্মগত অধিকার, ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের বেতন ও পরীক্ষা ফী বৃদ্ধি করা চলবে না, হলগুলোতে খাবারের জন্য সাবসিডি দিতে হবে ইত্যাদি। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার জন্মগত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের সীমিত সংখ্যার মধ্যে না রাখলে বহু ডিগ্রীধারী বেকারের সৃষ্টি হবে। শিক্ষা খাতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার গুণগতমান হ্রাস পাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যাটাও ব্যবস্থাপনার জন্য একটা বড় সমস্যা। এ সমস্যার আবর্তে সাধারণভাবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জবাবগুলোকে তাঁদের আরোপিত গুরুত্ব অনুযায়ী দশ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তাই তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকাও দীর্ঘ। নিম্নে শতকরা হিসাবে তাঁদের বণ্টন দেখুন ঃ

১. শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান করবেন (২০.০%); ২. শিক্ষক নিজে নিয়মিত অধ্যয়ন করবেন (১৬.০%); ৩. জ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবেন (১২.০৮%); ৪. ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞানলাভের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবেন (১০.০%); ৫. শিক্ষকগণ দেশে অথবা বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন (০৮.৮%); ৬. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা অন্যদের জানাবেন (০৮.৮%); ৭. মানসিক বিকাশে ছাত্রছাত্রীকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেবেন (০৭.২%); ৮. নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আচার-ব্যবহার শেখাবেন (০৬.৪%); ৯. রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকবেন (০৫.২%) এবং ১০. শিক্ষক সুলভ আচরণ করবেন (০৪.০৮%)।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠক্রমের মান বিশেষ করে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতমানের মাপকাঠিতে আমাদের স্থান কোথায় এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বা বাইরের সভা-সমিতিতে আলোচনা হতে খুব একটা দেখা যায় না। হয়ত মনে করা হয় এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সচেতন আছেন। উন্নত দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বহির্মূল্যায়ন হয় এবং শিক্ষকগণ এসব বিষয়ে সব সময় সজাগ, সচেতন ও সংবেদনশীল থাকেন। একজন শিক্ষকের পাঠদান পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার দাবি রাখেঃ

১. বিবরণধর্মী তথ্য যা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে;
২. তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কৌশল যার দ্বারা শিক্ষার্থী যে কোন উপাত্ত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে;
৩. মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা অথবা গবেষণাগারে হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে;
৪. কোন একটি নতুন বিষয়ে গবেষণা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে উৎসাহদান করে। গবেষণা অর্থই হচ্ছে অজানাকে জানার আগ্রহ এবং সে উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এক কথায় বলতে গেলে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনশক্তি সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব।

জ্ঞান আহরণে ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকগণ উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করবেন। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবেন। শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের মনে এমন প্রভাব ফেলবেন যাতে তাঁরা শিক্ষাজীবন শেষে বাস্তবজীবনে শিক্ষকদের কথা মনে করে গর্ববোধ করতে পারে। বর্তমানে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ হতাশ, নিরুত্তাপ এবং মনক্ষুণ্ন।